263

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ একর জমিতে অননুমোদিত বসত গড়ে উঠেছে

❑ এগুলোই সন্ত্রাসীদের আখড়া ও সন্ত্রাসের উৎস

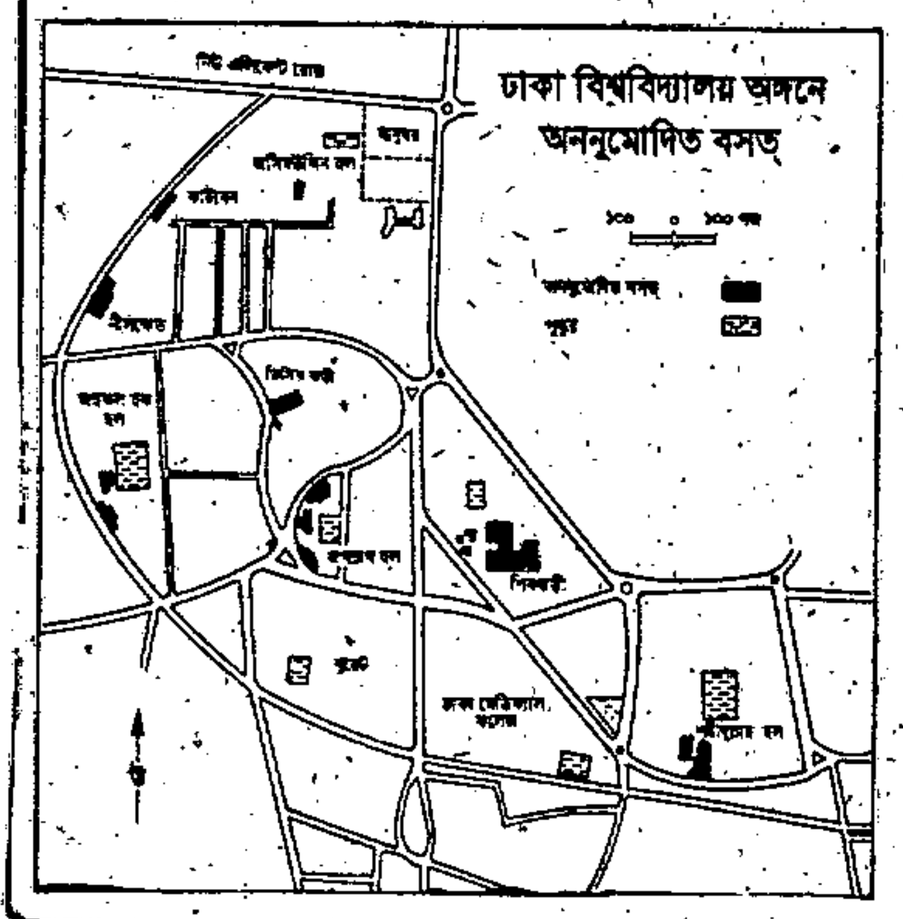

।। মনির হোসেন ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জমিতে অননুমোদিতভাবে বসত স্থাপনের প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ একর জমিতে এ ধরনের ১১টি বসত গড়ে উঠেছে। অর্থের হিসেবে এ জমির মূল্য বর্তমান বাজারদরে প্রায় একশ' কোটি টাকা। এসব বসতের অবস্থান ছাত্রাবাসের মধ্যে কিংবা কাছাকাছি উন্মুক্ত স্থানে। নগরায়ন চর্চা কার্যক্রম (ইউএসপি)–এর উদ্যোগে সম্প্রতি পরিচালিত এক শুমারি জরিপে এ তথ্য পাওয়া গেছে। ইউএসপি'র পরিচালক অধ্যাপক নজরুল ইসলামের অত্তাবধানে এবিএম শামসুল হাসান ও জামাল খান ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত জরিপ চালান। জরিপে এসব বসতকে সন্ত্রাসীদের আশ্রয়স্থল এবং সন্ত্রাসের উৎপত্তিস্থল হিসেবে মন্তব্য করা হয়েছে। জরিপ থেকে জানা যায়, প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা অনন্যোপায় হয়েই অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় এসব বসত গড়ে তোলা শুরু করে। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিথিল প্রশাসনের সুযোগে এদের মধ্যে ব্যবসায়ী মনোভাব গড়ে ওঠে এবং মধ্যস্বত্বভোগী একটি শ্রেণীও গড়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা হল কর্তৃপক্ষের মৌখিক অনুমোদন নিয়ে আখড়া : পৃঃ ৮ কঃ ৭

আখড়া ঃ ৭ একর জমিতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরাই এসব বসত নির্মাণ করে। কিন্তু পরবর্তীতে কর্মচারীরা নিজে বসবাসের পাশাপাশি এখানকার ঘর ভাড়াও দেয়। এক হিসেবে দেখা গেছে, এসব বসতে মোট ঘরের ৪৫ শতাংশই ভাড়া দেয়া হয়েছে। এখান থেকে প্রতিবছর প্রায় ২০ লাখ টাকা ভাড়া আদায় করা হয়। অনেক প্রভাবশালী কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলোনীতেও থাকছেন, আবার অননুমোদিত বসতে ঘর বানিয়ে ভাড়াও দিচ্ছেন বলে জরিপ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

জরিপে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, মোট ১১টি বসতে ৫শ' ২৭টি ঘর রয়েছে। এসব স্থানে মেসও রয়েছে—যার সংখ্যা ৭৬টি। এসব বসতে ৪৫১টি পরিবারের ২ হাজার ৬শ' ১৭ জন বসবাস করে। এছাড়া মেসগুলোতে বাস করে ৩শ' ৪৫ জন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অননুমোদিত বসত স্থাপন শুরু হয় '৫০–এর দশক থেকে। বর্তমানের বসতগুলোর মধ্যে ৪টি ৫০ দশকের, ৪টি ৯০ দশকের। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, অননুমোদিত বসত স্থাপনের প্রবণতা এখনও রয়েছে। একেকটি বসতে একশ' থেকে দু'শ' মানুষ বাস করে, একটিমাত্র বসতে বাস করে পাঁচশ'রও বেশি মানুষ। জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়, এসব বসত বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনের নিরাপত্তা ও পরিবেশের জন্য যেমন ঝুঁকিপূর্ণ তেমনি ভাড়াটিয়া হিসেবে বহিরাগতদের অবস্থান সম্পদের ব্যবহার ও অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও সমস্যার সৃষ্টি করছে।